সংবাদ

ঢাকা : রোববার ১৩ ফাল্গুন ১৪২৪
Dhaka : Sunday 25 February 2018

পৃঃ ১৮,০২

গ্রন্থাগার

বিজ্ঞানীদের প্রতি কৃষিমন্ত্রী

প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ধানের জাত ও প্রযুক্তি দিন

প্রতিনিধি, গাজীপুর

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও রোগবালাইসহ প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ধানের জাত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল দুপুরে পাঁচ দিনব্যাপী ব্রি'র বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০১৬-১৭-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি কম পানিতে বেশি ধান উৎপাদন এবং উত্তরাঞ্চলকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ধান চাষাবাদকে দক্ষিণাঞ্চলকেন্দ্রিক করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, আগে আমি বলতাম লবণের মাটিতে ধান উৎপাদনের কথা, এখন আমি বলছি মরুভূমিতে ধান উৎপাদনের কথা। অর্থাৎ সবচেয়ে কম পানিতে বেশি ফলন দেয় এমন ধানের জাত আমরা চাই। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবির ইকরামুল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মহসীন, ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, ব্রি'র পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মো. আনছার আলী। কর্মশালায় গবেষণা অগ্রগতি ২০১৬-১৭ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. তমাল লতা আদিত্য ব্রি'র প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগের প্রযুক্তি সম্পাদক ও প্রধান এমএ কাসেম জানান, ব্রি, বারি, বিএআরসি, ডিএই

প্রতিকূল : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

প্রতিকূল : পরিবেশ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ইরিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। পরবর্তী পাঁচ দিন ধরে চলবে কর্মশালার বিভিন্ন কারিগরি অধিবেশন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গত বছর ধান গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজের অর্জন ও অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালার কারিগরি অধিবেশনগুলোতে গত এক বছরে ব্রি'র ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা ফলাফল সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সামনে তুলে ধরা হবে। গত বছর ব্রি মোট ১০টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে।

রোববার
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ১৩ ফাল্গুন ১৪২৪
সমকাল

বিজ্ঞানীদের মতিয়া চৌধুরী

প্রতিকূল পরিবেশে সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করুন

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, রোগবালাইসহ প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ধানের জাত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আগে আমি বলতাম, লবণের বাটিতে ধান উৎপাদনের কথা। এখন আমি বলছি মরুভূমিতে ধান উৎপাদনের কথা। অর্থাৎ সবচেয়ে কম পানিতে বেশি ফলন দেয়– এমন ধানের জাত আমরা চাই।' গতকাল শনিবার গাজীপুরে ব্রির বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি কম পানিতে বেশি ধান উৎপাদন এবং উত্তরাঞ্চল কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ধান চাষকে দক্ষিণাঞ্চল কেন্দ্রিক করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবির ইকরামুল হক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মহসীন। বক্তব্য দেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, ব্রির পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মো. আনছার আলী। কর্মশালায় গবেষণা অগ্রগতি ২০১৬-১৭ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. তমাল লতা আদিত্য। কর্মশালায় জানানো হয়, গত বছর ব্রি মোট ১০টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। বিভিন্ন ধরনের বৈরী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযোগী আরও ধানের জাত উদ্ভাবনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। বর্তমানে দেশের ৮০ ভাগ জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতের চাষাবাদ হয় এবং এর থেকে আসে দেশের মোট ধান উৎপাদনের শতকরা ৯১ ভাগ।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গ্রন্থাগার
গাজীপুর-১৭০১